বাংলা বিভাগ,6th Sem(Hons), (C-13), একালের গল্প।

বিষয় ঃ

"রস" গল্পের নামকরণ। (5 Mark)।

Scanned with CamScanner

নামকরণের দিক থেকে 'রস' নামটি ছাড়া বুঝি এ গল্পের অন্য নাম হতেই পারে না। এই গল্পের কেন্দ্রে আছে রস - খেজুর রস। এই রসের থেকে গুড় বানানো নিয়েই মাজুখাতুনের সঙ্গে প্রথমে, পরে ফুলবানুর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মাজুখাতুনকে তালাক ও ফুলবানুর সঙ্গে সম্পর্কের গভীর তিক্ততা—এই রসের কারণেই। আর এই রসই গল্পের শেষে মাজুখাতুন ও মোতালেফের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী করে গোপনে, ব্যঞ্জনায়। তাই মোটা অর্থে কাহিনীর সুতোয় নামটি ঠিকই মানিয়ে যায়।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, ফুলবানুর প্রতি মোতালেফের যে আসক্তি, তা হল রূপাসক্তি। সেই রূপ কিন্তু দেহভোগে ও দেহ সৌন্দর্য্যে রসের মূর্তি পায়। মাজুখাতুনের প্রতি মোতালেফের যে আসক্তি, তা রসের সূত্রে এক নতুন স্বাদের গুড় তৈরী করার অসাধারণ ক্ষমতাবতী নারীর প্রতি আসক্তি, যাকে শিল্পীর প্রতি আসক্তি বোঝায়। রস এখানে দু অর্থে ব্যঞ্জনা পায়—পার্থিব ভোগের অর্থে, বড় শিল্প ও শিল্পীর অর্থে। তাই এ ক্ষেত্রে 'রস' নাম সার্থক।

তৃতীয় ব্যাখ্যা হল, যতই রূপ থাক, বিষয় থাক, রসই তো সব, রসই আনন্দ। মোতালেফের যে শ্রম তা রসের জন্যেই। মাজুখাতুনের যে শিল্পপ্রয়াস তা ও রসের জন্যে। এই গল্পে রসের আরেক নাম যদি জীবন বলি, তবে নীচের তলার দুই শ্রমজীবী মানবমানবী মোতালেফ ও মাজুখাতুনের যে রস নিয়ে শ্রম ও শিল্পচর্চা—তা প্রকারান্তরে জীবন চর্চারই নামান্তর মাত্র এই জীবন বড় জীবন, বড় হয়ে বাঁচতে চাওয়ার জীবন। এই জীবন সবকিছু বৈষয়িক জিনিসকে তুচ্ছ করে, এ এক অলৌকিক আধ্যাত্মিক জীবন। এই আধ্যাত্মিকতা প্রেমে আসতে পারে, শ্রমে আসতে পারে, আবার ব্যবহারিক জীবনকে প্রেমে ও শ্রমে এক গভীর নিবিড় বন্ধনেও বাঁধতে পারে। এই শ্রম ও প্রেমে বাঁধা যে যৌথ জীবনবোধের আর্তি - তাতেই গল্পে জড়িয়ে যায় মোতালেফ ও মাজুখাতুন। গল্পে তাদের দুজনের যে গোপনতম হৃদয়ার্তি, তার মূলেও এই প্রেমজীবন, শিল্পীজীবন ও শ্রম-জীবনের অত্যদ্ভুত মিলন। এই মিলনভূমির যে আলো তা রসের, আনন্দের, প্রেমের। সুতরাং 'রস' গল্পের নামে নিশ্চিৎভাবে মেলে এই বৃহত্তম প্রেমজীবনের আস্বাদ, স্বস্তি, শান্তি। তাই 'রস' নামের ব্যঞ্জনা অনেক বড় তাৎপর্যে দীপিত হয়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner